اَلبَدِيع

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম ‘আসমাউল হুসনার’ ৯৫ তম নাম ‘اَلبَدِيع’ আজকের আলোচনার বিষয়।

আরবি ভাষায় ‘اَلبَدِيع’ শব্দের মূল ع - د - ب , এই মূল শব্দ থেকে গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মাজিদে ৪ বার এসেছে। উদ্ভাবন, পাল্টানো, পরিবর্তন সাধন করা, নতুনত্ব আনা, অস্তিত্বদানকারী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ اَلبَدِيع অর্থ: ‘তিনি প্রথম অস্তিত্বদানকারী’।

<u>মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:</u>

بَدِيعُ اَلسَّمَاوَاتِ وَاَلأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

তিনিই মহাকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী। তিনি যখন কোন কিছু সৃচনা করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু সেটার উদ্দেশ্যে বলেন: ‘হও’ আর সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। **(সূরা আল বাকারা: আয়াত নং ১১৭)**

بَدِيعُ اَلسَّمَاوَاتِ وَاَلأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

তিনি তো মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী স্রষ্টা। কি করে থাকতে পারে তাঁর সন্তান? তাঁর তো স্ত্রীও থাকতে পারে না। কারণ সবকিছু তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞাত। **(সূরা আল আনআম: আয়াত নং ১০১)**

<u>বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস:</u>

রাসুল সাঃ দোয়া করতেন: হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য ইসলাম গ্রহণ ও আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে ধাবিত হয়েছি এবং তোমারই নিকট ফয়সালা প্রার্থী হয়েছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার সম্মানের মাধ্যমে আশ্রয় চাই। যাতে তুমি আমাকে গোমরাহ না করে দাও। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি চিরঞ্জিব, তুমি মরবে না। আর জিন ও মানুষ সবই মরে যাবে।

সুতরাং, প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি- হে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করো, আমাদেরকে গোমরাহ করো না, আমাদের জন্য দুনিয়ায় তোমার পথে চলা সহজ করে দাও, এইরকম ইবাদাত করার তৌফিক দান করো যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমাদেরকে শিরক মুক্ত রাখো।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।